REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ১৯শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩৫ ইংরাজী 2nd May 1928 | ৪১শ সংখ্যা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর কোর্টের খ্যাতনামা উকীল

শ্রীনলিনাক্ষ ভারতী বি, এল, প্রণীত

সরল সেটেলমেণ্ট সহচর ২য় ভাগ

১০৫।১০৬ ধারার একমাত্র আইন পুস্তক।

জমীদার, জোতদার, আমলা, মুহুরী সকলেরই বিশেষ আবশ্যক। ইহা একখানি কাছে থাকিলে পরের উপাসনা করিতে বা কথায় কথায় উকীল বাড়ী দৌড়িতে হইবেনা। বহরমপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু বি কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইহা পাঠে উচ্চ প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। মূল্য সুলভ। রাজ-সংস্করণ ১৸০, সাধারণ ১৷০।

শ্রীনলিনাক্ষ ভারতী, বি, এল,

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)

হিলিংবাম

গত ৩৭ বৎসরের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা।

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইঁহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমরা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন শীত ও বসন্ত আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ সতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো বায়ুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷০ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে

কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন মুখকে সুন্দর করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন চুলকে খুব কাল করে।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন চিন্তাশীলের সহায়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন রমণীর অতি প্রিয়।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।
কে-শ-র-ঞ্জ-ন সবারই নিত্য প্রয়োজন

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরায় নিরাপদ হইতে হইলে

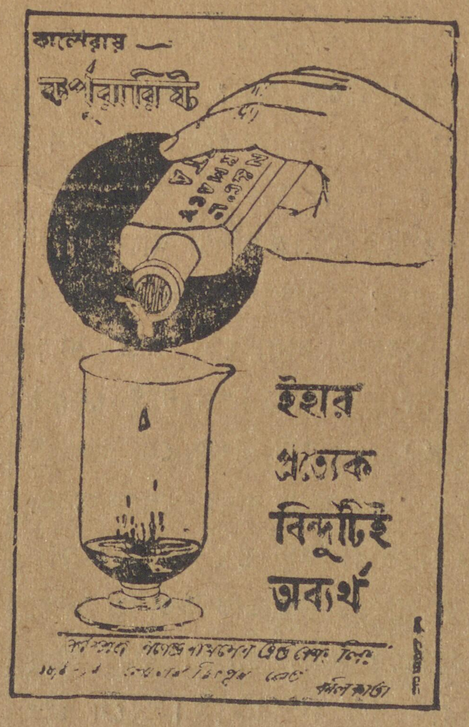

কর্পূরারিষ্ট ঘরে রাখা উচিত।

মূল্য আট আনা মাত্র

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যঃ দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

১৯শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩৫ সাল।

বাঙ্গালী হুঁসিয়ার।

এটা ব্যবসায়ের যুগ। বাঙ্গালী তাহার মস্তিষ্কের জোরে অন্য সকল বিষয়েই প্রাধান্য দেখাইয়া বাহাদুরী লইতে সমর্থ হইয়াছে কিন্তু পারে নাই কেবল এক বিষয়ে এবং সেটা হইতেছে ঐ ব্যবসায় ক্ষেত্র। ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙ্গালী আজ সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। দেশ বল, রাষ্ট্র বল, জাতীয় উন্নতি বল, সকলি ঐ এক ব্যবসায়ের জোরেই চলিতেছে। যে জাতির ব্যবসা বাণিজ্য নাই দুনিয়ার দরবারে সে আজ দাঁড়াইবার স্থানটুকুও পাইবে না।

মস্তিষ্কের জোরে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকে পশ্চাতে ফেলিলেও ব্যবসাক্ষেত্রে সে আজ সকলের পেছনেই পড়িয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালীর ছেলে শুধু পাঠ মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করিতেই জানে, ডিগ্রী লইয়া কেরাণীগিরির জন্যই সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরিতে জানে, আর জানে পরের ধনে কি করিয়া রাতারাতি বড় হওয়া যায়, কেমন করিয়া পরের খোসামুদি করিতে হয়, আর কেমন করিয়া অন্দর মহলে এবং চায়ের আড্ডায় উজির নাজির বধ করিতে হয়। কলিকাতা সহরে কয়েক বছরের ভিতর কত হাজার হাজার মোটর বাস ও ট্যাক্সীর আমদানী হইল কিন্তু সেগুলি চালাইয়া কত শত পাঞ্জাবী আজ দুপয়সা করিয়া খাইতেছে কিন্তু কই, কয়টী বাঙ্গালীর সন্তানকে আজ সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যায়? বহু বাঙ্গালী বস্ত্র ব্যবসায়ী দেখিতে পাইতেছি কিন্তু তাহাদের সবাই কি কলিকাতার বড়বাজারে মাড়োয়ারীর গদিতে যাইয়া নাক ঘসিয়া আসে না? কেন এমনটা হয়? বাঙ্গালী কেন সাদিয়ান হইয়া বস্ত্র ব্যবসায় চালাইতে পারে না? বাঙ্গালীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে কিন্তু নাই কেবল ব্যবসায় বুদ্ধি। সে কষ্ট সহিষ্ণু, সে বাক্‌পটু সে মিষ্টবাক্—এক কথায় বলিতে গেলে ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে যা কিছু গুণ থাকা দরকার সবই তার আছে কিন্তু তার চিত্ত বড় চঞ্চল, ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে সুস্থে কাজ করিবার ধৈর্য্য তাহার নাই। সে চায় "মাটি কাটি' লভি' কহিনুর" রাতারাতি বড়লোক হইয়া মোটর হাঁকাইয়া পাঁচতলা বাড়ী তুলিয়া মানুষের চোখে তাক লাগাইয়া দিতে ফলে তার সেই 'হা অন্ন যো অন্ন' করিয়াই মরিতে হয়।

বাঙ্গালী বিদেশী বস্ত্র বয়কট করিয়াছে কিন্তু দেশবাসীর বস্ত্র সমস্যা কেমন করিয়া দূর করিতে হইবে তাহা সে তলাইয়া দেখা আবশ্যক মনে করে নাই। ম্যাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালাদের জব্দ করিতে আমরা যেমন বদ্ধপরিকর হইয়াছি তেমনি আমাদেরই দেশের অর্থপিশাচ মিলওয়ালাগণ এই সুযোগে বাঙ্গালীর মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে কসুর করিবে না তাহাও আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। সেই স্বদেশীর যুগে বোম্বাই, আহমেদাবাদ, কানপুর, নাগপুর প্রভৃতি জায়গায় মিলওয়ালাগণ সুযোগ বুঝিয়া কাপড়ের দাম বাড়াইয়া দিয়া অসম্ভব রকম লাভ করিয়াছিল। সেই অর্থ গৃধ্নুদের জন্য আজ আবার এই সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং এই সময় বাঙ্গালী হুসিয়ার হও। বাঙ্গলা দেশে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ঢাকেশ্বরী প্রভৃতি যে কয়টা মিল আছে তাহারা অবশ্য যথাসম্ভব বাঙ্গালীকে বস্ত্র জোগাইবে কিন্তু তাহাতে সকলের চাহিদা নিষ্পত্তি হইবে কি? সুতরাং যাহাতে বাংলার পল্লী গ্রামের গরীব দুঃখী খাইয়া বাঁচিতে পারে সেইজন্য প্রত্যেকেরই এখন হইতেই খদ্দর পরিধান করা উচিত। খদ্দর অত্যন্ত মোটা বলিয়া অনেকে উহা পরিতে পারেন না কিন্তু তথাপি একটু কষ্ট হইলেও তাঁহাদিগকে আমরা খদ্দরই পরিতে উপদেশ দিব। মুক্তি সংগ্রামে সকলের একটু কষ্ট স্বীকার করিতেই হয় এবং বিনাকষ্টে, ফুলশয্যায় বসিয়া লাড্ডু খাইতে খাইতে কেহ কোন দিন কোন দেশে স্বাধীনতা লাভ করে নাই এই কথাটাও তাঁহাদের স্মরণ রাখিতে বলি।

ব্যাধ যেমন শিকারের উপর জাল ছুড়িয়া ফেলিবার সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আমাদের দেশের কতকগুলি স্বার্থান্বেষী অর্থপিশাচ এই বয়কটের সুযোগ ধরিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা খবর পাইয়াছি যে ইতিমধ্যেই জাপান হইতে ৮ গজ ৪৮ ইঞ্চি খদ্দরের ধুতি বাংলার বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী! তুমি যদি মানুষ হও, তোমার ভিতরে যদি দেশপ্রীতি বলিয়া কোন জিনিষ থাকে, তোমার অন্তরে যদি মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে তবে যত সস্তা দরেই মিহি খদ্দর হোক—ঐ জাপানী খদ্দর তুমি আজ স্পর্শও করিয়ো না।

প্রতি বৎসর ৬০ কোটি টাকার কাপড় বিদেশ হইতে আসিয়া ভারতবাসীর লজ্জা নিবারণ করে, ইহার চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু আজ চরকার কল্যাণে যে খদ্দর প্রস্তুত হইতেছে ভারতবাসী যদি উহা পরিধান করিয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'কে মাথায় তুলিয়া লইয়া চরকাশিল্পকে উৎসাহ দান করে তবে একদিন ঐ ৬০ কোটি টাকা আমাদের ঘরেই থাকিয়া যাইবে। এতে করিয়া আমাদের দ্বিবিধ লাভ হইবে। একদিকে বিদেশের কলওয়ালাগণ যেমন শূন্য পকেটে কাঠফড়িং হইয়া উঠিবে, তেমনি অন্যদিকে আমাদের কুটীর শিল্প দিন দিন লক্ষ্মীশ্রী মণ্ডিত হইয়া উঠিবে এবং দেশের লক্ষ লক্ষ দীন দরিদ্র পল্লীবাসী দুইবেলা দুই মুঠা ভাত খাইয়া মানুষের মত করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ পাইবে।

বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়াছ বেশ করিয়াছ কিন্তু বাঙ্গালী! তুমি সাবধান, বিদেশের ধনী বণিক সম্প্রদায়ের মোটা পেট আর ভরাইয়ো না—উহাদের তেল কুচকুচে মাথায় আর তেল ঢালিয়ো না। লোভী যে, অর্থপিশাচ, স্বার্থপর যে তাহার নিকট দেশপ্রীতি, স্বাধীনতা মনুষ্যত্ব বলিয়া কোন জিনিষ নাই। সুতরাং তাহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গালী! তুমি হুসিয়ার হও। "ভগ্নদূত"

চট্টগ্রামে ম্যাজিষ্ট্রেট খুন।

ছোরাসহ মুসলমান আততায়ী গ্রেপ্তার।

গত ২০শে এপ্রিল সকালবেলা কুমিল্লার কোটিয়া গ্রামের বজলল রহমান নামক এক ব্যক্তি চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ছোরার আঘাতে হত্যা করিয়াছে। এই ব্যক্তির বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় আছে। ঘটনার দিন শ্বেতাঙ্গ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ও একটী টুকিফেজ মাথায় পরিয়া সে কলেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। লোকটী বেশ হৃষ্টপুষ্ট। প্রকাশ যে লোকটী অক্সফোর্ড যাইবার জন্য পাশপোর্ট লইবার সন্ধানে ছিল। মিঃ ডেভিসের সহিত তাহার বহুক্ষণ আলাপ হয়। নাজির মহেন্দ্র সরকার ও অপর কয়েজন ব্যক্তি বাহিরে ছিলেন, ইঁহারা ঘরের মধ্যে ধপাস করিয়া একটা কিছু পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া ঘরে যাইয়া ঢোকেন ও কলেক্টরকে গোঙরাইতে দেখেন এই সময় আসামী ম্যাজিষ্ট্রেটের দেহে আর এক ঘা বসাইয়া দিতে উদ্যত হয়; নাজির অদ্ভুত কৌশলসহকারে উহা ধরিয়া ফেলেন। আততায়ী পিয়নদিগকেও আঘাত করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে তাহার চক্ষে আঘাত লাগে। মিঃ ডেভিস তখনই মারা যান। আততায়ী হাজতে আছে। এই সংবাদ দাবাগ্নির মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। উচ্চ নীচ, আবাল বৃদ্ধ সকলে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গলার দিকে ছুটিয়া আসিল, মিসেস ডেভিস অন্য একটী ঘরে ছিলেন, তিনি ছুটিয়া আসিয়া দেখেন তাঁহার স্বামী মারা গিয়াছেন। মিঃ ডেভিস অতিশয় লোকপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

ময়ূরভঞ্জের মহারাজা।

উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রধান রাজ্য ময়ূরভঞ্জের মহারাজার মৃত্যু প্রকৃতই শোচনীয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সবেমাত্র ২৯ বৎসর হইয়াছিল। বোম্বাইতে ক্ষৌরকার্য্য করিবার সময় একস্থানে ক্ষত হয়, তাহা হইতেই ধনুষ্টঙ্কারে মহারাজার মৃত্যু হয়। রাজকুমার কলেজ প্রভৃতি স্থানে এই সব দেশীয় রাজকুমারগণ পাশ্চাত্যভাবে শিক্ষালাভ করেন তাহাতে আমাদের স্বতঃই সন্দেহ হয় যে সম্ভবতঃ দেশীয় রাজকুমারগণের অধিকাংশেরই অকাল মৃত্যুর জন্য এই সকল বিজাতীয় শিক্ষা দীক্ষাই দায়ী। আমরা ময়ূরভঞ্জের রাজপরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই মে ১৯২৮।

১৫৫ থাং ভিঃ বিমলেন্দুনাথ সিংহ চৌধুরী দিং নাবালক পক্ষে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত গার্জ্জেন রেণুবালা সিংহ চৌধুরাণী দেং বিনোদবিহারী দাস দাবি ৭৮/০ পং মঙ্গলপুর মৌজে কদমতলা ও একাটিয়া ১১॥৶৯ বাত ১১॥৶৯ আঃ ৫০৲

জঙ্গিপুর সংবাদের

ক্রোড় পত্র।

১৯শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩৫, ইংরাজী ২রা মে ১৯২৮।

বাঙ্গালায় অন্নকষ্ট।

—:—

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, বীরভূম বাঁকুড়া, নদীয়া ও মালদহের স্থানে স্থানে লোকের অন্নকষ্ট চলিতেছে। শেষ ৬ জিলায় গত সপ্তাহে দুর্ভিক্ষ সাহায্যের কার্য্যে যথাক্রমে ৯৫৬৬, ২৭৮৬, ১২১৭৯, ৩৭৬২, ১১৮২, ৪০৮৬, লোক নিযুক্ত ছিল।

মুর্শিদাবাদে পশু-খাদ্য ও পানীয় জলের কষ্ট চলিতেছে। বর্দ্ধমানেও জলকষ্ট দেখা যাইতেছে। বাঁকুড়ায় বিশেষ কষ্ট চলিতেছে। মালদহে বৃষ্টির বিশেষ অভাব অনুভূত হইতেছে।

যশোহর, হুগলী, রাজসাহী, দার্জ্জিলিঙ্গ, বগুড়া, কুচবিহার, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা ও নোয়াখালীর মহকুমাগুলিতেও পশুরোগ দেখা যাইতেছে।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

বেঙ্গল আয়ুর্বেদিক ওয়ার্কস
ট্রেড মার্ক
চাঁদ মার্কা পাচন

পুরাতন জ্বর তিনদিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণুগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি

প্রতি শিশি ॥০ আনা।] এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে। [প্রতি শিশি ॥০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আনন্দ সংবাদ ! আনন্দ সংবাদ !!

সাধারণের সুবিধার জন্য

--জগদ্বিখ্যাত-

"ডিঃ গুপ্তর"

দাম কমান হইল।

এখন হইতে আমাদের "এণ্টিপিরিয়ডিক মিকশ্চার" সকল জ্বরের একমাত্র মহৌষধ "ডিঃ গুপ্ত" বড় বোতল ১৷৷০ ছোট বোতল ১৲ দরে পাইবেন।

আর অজানা ঔষধ কিনিয়া অর্থ
এবং স্বাস্থ্য নষ্ট করিবেন না।

ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোং
৩৬৯, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

স্পর্দ্ধা না ধৃষ্টতা ?

আজকাল পেটেণ্ট ঔষধের নাম শুন্‌লেই লোকে নাক সিট্‌কিয়ে থাকেন। পেটেণ্ট ঔষধ আবিষ্কারক ও বিক্রেতা-গণ নিজের ঢাক নিজে বাজাতে কসুর করেন না। বহুদিন ধ'রে ম্যালেরিয়ার কেন্দ্রস্থলে ম্যালেরিয়ার কারণ নির্দ্ধারণ ও চিকিৎসার জন্য বাস ক'রে ডাঃ আর, ব্যানার্জ্জি "জ্বরাঙ্কুশ" নাম দিয়ে ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কার ক'রেছেন। দাম মাত্র ৷৷৵০ আনা। সব ঔষধের চেয়ে এই ঔষধ ভাল এ স্পর্দ্ধা আমরা করি না। তবে বুক ঠুকে বড় গলায় ব'লতে পারি এত সুলভে ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা যকৃত সংযুক্ত জ্বর, রক্তাল্পতা, কামলা প্রভৃতির উপকার হয় এমন ঔষধ বাজারে বিরল। এক শিশি ব্যবহার ক'রে এই ঔষধের উপকারিতাসহ আমাদের কথার সত্যতা পরীক্ষা করুন ইহাই প্রার্থনা। ডজন ৬৲ ছয় টাকা।

সোল এজেণ্ট :—ব্যানার্জ্জি কোং।
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী প্রদত্ত ঔষধ।

হাঁপ, যক্ষ্মা, কাশি, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার, অর্শ, মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, একশিরা, মূর্চ্ছা, বাধক, সুতিকা, নাসা, কুষ্ঠ, গোদ ইত্যাদি যাবতীয় রোগ ১ সপ্তাহে আরোগ্য হইবে। বেশীদিনের অসুখ হইলে ২ সপ্তাহ কাল ঔষধ সেবন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সকল প্রকার মাতুলীও পাওয়া যাইবে। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—
কবিরাজ শ্রীশ্রীদামচন্দ্র কর্ম্মকার।
জঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ।

১৫৯ খাং ডিঃ তরঙ্গতারিণী চৌধুরাণী দেং কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ৬১৵০ পং গনকর মৌজে ও তরফ জয়রামপুর প্রকাশ্য নাম চর ভবানীপুর দিয়াড় ১৮৵০ কাত ৩৬৲ আঃ ৫৫৲

২৮ মনি ডিঃ রঘুনাথ চৌধুরী দেং মহিত মণ্ডল দাবি ৪৪৵৯ পং বিরাহিমপুর মৌজে সরলা কিশোরপুর ।৪ কাত ২৷৶৭৷৷ আঃ ১৲ ২নং লাট ঐ মৌজাদি ৵৪৫ বাস্তর জমা ১৷৷৵০ আঃ ১৲ ৩নং লাট ঐ মৌজাদি ৯৵২ কাত ৮৷৷১৬ আঃ ১৩৲ ৪নং লাট ঐ মৌজাদি ১০৵২ কাত ৯৵১০ আঃ ১৫৲

চৌকি জঙ্গিপুর দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।
নিলামের দিন ১৮ই মে ১৯২৮।

২৫২ খাং ডিঃ মহারাজ বাহাদুর সিংহ দেং তামলু ভুইমালী দাবি ২৪৶৬ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে নিজ জামুয়ার ৫০ কাত ২৶১০ আঃ ১০৲

২৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং ফণিভূষণ রায় দিং দাবি ১৬৷৵৬ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে নিজ জামুয়ার ১।০ কাত ১৫৵০ আঃ ১০৲

২৫৭ খাং ডিঃ ঐ দেং ফুদন বেওয়া দাবি ১২৫৬ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে নিজ জামুয়ার ৷৷১ কাত ১।০ আঃ ১০৲

২৫৮ খাং ডিঃ ঐ দেং বেনু কোটাল দাবি ৩২৷৵৬ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে বনিয়া ৩৵ কাত ৫৵০ আঃ ৩০৲

২৬০ খাং ডিঃ ঐ দেং গদাধর মিশির দিং দাবি ৬০৲৬ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে নিজ বনিয়া ৪৷৷০ কাত ১০৫৶১০ আঃ ৫০৲

৫৬ মনি ডিঃ রামশশি মণ্ডল দেং কমলাকামিনী দাসী দাবি ৪৯৷৷০ পং সাহাবাজপুর মৌজে খৈরুটী ৪৫৩ বিঘার অন্তর্গত ১৷৷০ বিঘা কাত ৮৵১৫ আঃ ৪০৲

নোটীশ।

চৌকি জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।
২২ নম্বর ১৯১৩ সাল সাকসেসন সার্টিফিকেট।

দরখাস্তকারী শ্রীমতী কিরণবালা দেবী জওজে শ্যামাচরণ সিংহ সাং জঙ্গিপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ।

বঃ

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সাং জঙ্গিপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ।

যেহেতু উপরোক্ত দরখাস্তকারী ১৯২৫ সালের ৩৯ সাকসেসন য়্যাক্টের ৩৮ ধারার বিধানমতে উপরোক্ত দরখাস্তকারিণীর স্বামী ত্যক্ত এষ্টেট দখলকারিণী থাকা অবস্থায় ঐ এষ্টেটের মোকর্দ্দমাদিতে যে সমস্ত ঋণ হইয়াছে তাহা পরিশোধ করার জন্য তাঁহার স্বামী ত্যক্ত নিম্নলিখিত গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী বিক্রয় করিবার অনুমতি পাইবার জন্য এই আদালতে দরখাস্ত করিয়াছে। তজ্জন্য এই নোটীশ দিয়া উক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবং সর্ব্বসাধারণগণকে জানান যায় যে তৎসম্বন্ধে আবেদনকারীর প্রার্থনার বিরুদ্ধে যদি কেহ আপত্তি উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করে তবে বর্ত্তমান সালের ২রা জুন তারিখে সে, বা তাহারা স্বয়ং অথবা উকিল দ্বারা উপস্থিত হইয়া আপন আপন আপত্তি দাখিল ও তৎপোষকে যে দলিল ও সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছা করে তাহা ঐ দিবসে উপস্থিত করিতে প্রস্তুত থাকে।

তপশীল কাগজ।
গভর্ণমেণ্ট প্রমিসরি নোট।

১।	০২২' ৪২০ নং	১৯০০।১৯০১ সাল	৫০০০৲ টাকা
২।	০২২' ৪২৩ নং	,, ,, ,,	৫০০০৲ টাকা
৩।	০২১৭৮৬ নং	,, ,, ,,	২৫০০৲ টাকা
		মোট	১২৫০০৲ টাকা

Sd. Basanta Kumar Roy,
Munsif of Jangipur 1st Court.
28. 4. 28.

জবাকুসুম তেল

প্রস্তুতকালীন যে সব উপাদান মিশ্রিত হয় তাহার প্রত্যেকটীই কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী।

কেশ ও মস্তিষ্কের হিতসাধনের জন্য
'জবাকুসুম'ই ব্যবহার ক'রবেন।

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ,
২৯ কলুটোলা — — — কলিকাতা।

শুভ বিবাহ উপযোগী জামা ও কাপড়।

সকল শ্রেণীর সকল লোকের উপযুক্ত সকল রকম ফুলের নুতন নুতন ডিজাইন এর বেনারসী সাড়ী, পার্শী, বোম্বাই ও মাদ্রাজী সাড়ী, চেলি, তসর, গরদ, মটকা। সকল রকম দেশী তাঁতের কাপড়। জ্যাকেট, সেমিজ, মোজা, গেঞ্জী, রুমাল, তোয়ালে ইত্যাদি। যাঁহার যাহা আবশ্যক সমস্ত দ্রব্য একস্থানে বসিয়া একদরে পাইবেন। মূল্য বেশী কিম্বা অপছন্দ হইলে টাকা ফেরত দিয়া থাকি। মফঃস্বল অর্ডার যত্নের সহিত ভিঃ পিতে পাঠান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কৃষ্ণলাল মনিলাল এণ্ড কোং

২০৭-৩ হ্যারিসন রোড (বড়বাজার) কলিকাতা।

বিধাতার দান

না হইলেও প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে পরীক্ষিত দ্রব্যটী ভগবানের প্রদত্ত বলিতে বাধা কি? ঐ জিনিষটী দ্বারা উহার আবিষ্কর্ত্তা জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। এই দ্রব্যটী যাঁহার হস্তগত একবার হইয়াছে, তাঁহার নিকট ইহার গুণ বর্ণনা করা আবশ্যক করে না। যিনি এখনও উহার গুণ অবগত নহেন, তিনি উহা গ্রহণ করিয়া মনের কষ্ট লাঘব করুন। ঐ দ্রব্যটীর কি গুণ আছে শুনুন ঃ—

স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মাথাধরা, মাথা ঘোরা, অজীর্ণ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, পাকস্থলার পীড়া, মেধাশ ক্তির হ্রাস প্রভৃতি দূর করিয়া থাকে।

এই পদার্থটী হচ্ছে, "আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা"। ১৬ দিন ব্যবহারোপযোগী ৩২ বত্রিশ বটীকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য কেবলমাত্র ১৲ এক টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

বৈদ্য শাস্ত্রী।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমস্ত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৶৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৵৹ এক টাকা পাচ আন

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, আরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অৰ্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৭।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ঢেটিবাজার, কলিকাতা

ইলেক্‌ট্রিক সাল্‌ডিউসন্‌

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ।

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

আনন্দ ঔষধে সারে
আমলু পিত্তরোগে।
পেপ—অজীর্ণ ও অম্ল।
বিল—হিষ্টিরিয়ায়।
লুং—হাঁপানী।
ইর—চুলকানি।
আরও অনেক ঔষধ আছে

ফোড়া,
বাগী,
কাকবিড়ালা,
ঠুন্‌কা,
ঊরুস্তম্ভ,
শীতলী,
ভগন্দর,
ব্রণ,
পৃষ্ঠব্রণ,

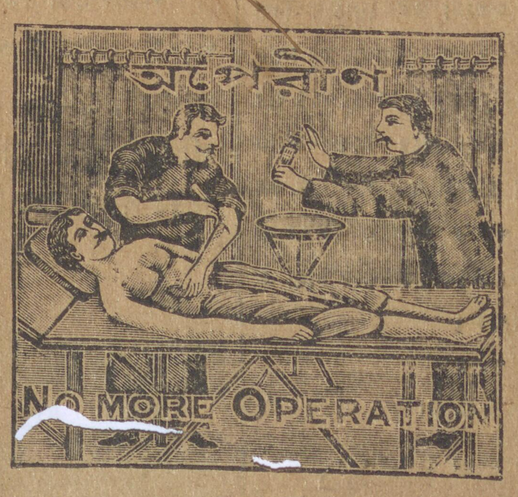

বঙ্গদেশে আবিষ্কার আমেরিকায় নয়।
এ দেশের রোগীর পক্ষে অব্যর্থ নিশ্চয়॥

কর্ণমূল প্রভৃতি বিনা অস্ত্রে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৲

"দামোদর সুধা" ম্যালেরিয়া জ্বরে। "রত্নাকর সালসা" রক্ত পরিষ্কারে।
দুর্ব্বলের বল বাড়ে "ভাইট্যালিন" সেবনে। কলেরাতে "স্পিরিট ক্যাম্ফর" রাখুন যতনে॥
"সুশীতল তৈল" মস্তিষ্ক শীতলে। নষ্ট হয় চর্ম্মরোগ "একজিন" মাখিলে।

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ, কলিকাতা

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ১টী দিন পঞ্জিকা পাইবেন

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত,